Vol. 51 | No. 2 | 2014

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাল্মীকির অলঙ্কারপ্রয়োগে চমৎকারিতা

Volume	51
Issue	2
Year	2014
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	চন্দনা রাণী বিশ্বাস
Published online	February 1, 2014
DOI	10.62328/sp.v51i2.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v51i2.9
Pages	১৫১-১৭০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাল্মীকির অলঙ্কারপ্রয়োগে চমৎকারিতা

Check for updates

চন্দনা রাণী বিশ্বাস*

মানুষ সৌন্দর্যপ্রিয় এবং সৃষ্টিশীল। নানাবিধ নান্দনিক স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা প্রভৃতি তার সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও সৃষ্টিশীলতার পরিচয়বাহী। গুহাগাত্রে গুহামানবের আঁকা ছবির মধ্যে রয়েছে একই প্রেরণা। একদা কোনো অরণ্য-মানব তার প্রিয় মানবীর নিরাবরণ নিরাভরণ দেহে পল্লব বল্কল ফুলের যে আবরণ-আভরণ তুলে দিয়েছিল তার মধ্যেও ছিল একই উদ্দীপনা। কালান্তরে সেই চিত্রণ আবরণ আভরণের অনেক রূপান্তর ঘটেছে, কিন্তু মনোভূমিতে রয়ে গেছে একই প্রেরণা, একই উদ্দীপনা। সেদিনের অরণ্য-মানবীকে সাজিয়ে অরণ্য-মানবের চোখে যে মুগ্ধতা ছিল আজকের সুবেশা তরুণীর দিকে কোনো তরুণের চোখেও দেখা যায় একই মুগ্ধতা। দৈহিক এবং বাহ্যিক এই সজ্জীকরণই কেবল নয়, মানুষ তার কথাকেও সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে বলতে চায়। এটা তার স্বতঃ আন্তর প্রেরণা। এক্ষেত্রে সাধারণ এবং পরিশীলিত মানুষ উভয়ের মধ্যে ক্রিয়াশীল সমপ্রবণতা। বক্তব্যে পারস্পরিক শব্দবন্ধন এবং তার মধ্যে অর্থদ্যোতনা সৃষ্টিতে কবি-সাহিত্যিকদের সযত্ন প্রয়াস অধিক লক্ষিত। হার বলয় নূপুরাদি অলঙ্কারে সজ্জিত করে দৈহিক রূপকে যেমন অপরূপ করা হয় তেমনি উপমা রূপক যমকাদি অলঙ্কারে মণ্ডিত করে কবি তার কাব্যদেহকে 'শোভাতিশয়' করেন। বিভিন্ন যুগে আলঙ্কারিকেরা অলঙ্কারের সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন। চতুর্দশ শতকের আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ অলঙ্কারের সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ে যথার্থই বলেছেন :

> শব্দার্থয়োরস্থিরা যে ধর্মাঃ শোভাতিশায়িনঃ। রসাদীনুপকুর্বন্তো ২লংকারাস্তে ২ঙ্গাদিবৎ॥" (সাহিত্যদর্পণ ১০/১)[১]

— শব্দার্থের অস্থির যে ধর্ম, যা অতিশয় শোভাবর্ধক এবং রসের উৎকর্ষসাধক তাই (দেহের) অঙ্গদের মতো (কাব্যের) অলঙ্কার। এখানে অলঙ্কারকে কাব্যের একান্ত ধর্ম না বলে বলা হয়েছে অস্থির বা অস্থায়ী ধর্ম। অর্থাৎ আলঙ্কারিক সচেতনভাবেই বলেছেন, অলঙ্কারহীন কাব্যশরীর নির্মিত হতে পারে কিন্তু (উপমাদি) অলঙ্কার তার শোভাবর্ধন করে, যেমন শরীরধারীর শোভাবর্ধন করে অঙ্গদাদি (কেয়ূরাদি) অলঙ্কার। এই অলঙ্কার শব্দের ব্যবহার সুপ্রাচীন বৈদিক সাহিত্যেও পরিদৃষ্ট। একই অর্থ একই ভাবনা ঋষিকবির মানসেও। প্রাচীনতম সাহিত্য *ঋগ্বেদে* ব্যবহৃত এ শব্দটি 'অরঙ্কার'। তুলনীয়: "যমং হ যজ্ঞো গচ্ছত্যগ্নিদূতো অরংকৃতঃ। (*ঋগ্বেদ* ১০/১৪/১৩)[২] — এই যে যজ্ঞ সুশোভিত, অগ্নি যার দূত, অবশ্যই পৌঁছে যাবে যমের কাছে।

ঐতিহ্যে পরম্পরায় বিশ্বাসে বাল্মীকি আদি কবি আর তাঁর কৃতি *রামায়ণ*[৩] আদি কাব্য। যদিও *রামায়ণের* পূর্বে রচিত সুবিশাল বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে কিন্তু সে-সাহিত্যের পটভূমিতে এক ঐশী অনুভূতির সম্পৃক্ততা আছে। এ কারণে *রামায়ণ* প্রথম মানবিক

---

* প্রভাষক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কাব্য এবং বাল্মীকি মৃত্তিকাস্পর্শী মানুষী গুণাশ্রিত প্রথম কবি। স্বাভাবিকভাবে পূর্বজ এই কবির কাব্যনির্মাণ কৌশল পরবর্তী কবি-সাহিত্যিকদের পূর্ব দৃষ্টান্ত হিসেবে অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয় হয়েছে। সংগতকারণে বিভিন্ন দিক দিয়ে এর আলোচনাও সতত প্রাসঙ্গিক। এখানে *রামায়ণে* বাল্মীকির অলঙ্কার প্রয়োগের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। উপমা, রূপক, অনুপ্রাস, উৎপ্রেক্ষা, যমক, সন্দেহ, একাবলী, স্বভাবোক্তি প্রভৃতি নানা অলঙ্কার প্রয়োগের চমৎকারিতা আছে *রামায়ণে*। কিন্তু নাতিদীর্ঘ এই প্রবন্ধে সমগ্র রামায়ণের অলঙ্কারবৈভব প্রদর্শন করানো সম্ভব নয়। *রামায়ণে* সাতটি কাণ্ড আছে — আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধা, সুন্দর, যুদ্ধ এবং উত্তর কাণ্ড। বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন কাণ্ড থেকে অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত গৃহীত হয়েছে।

অলঙ্কৃত ভাষা ও বাক্‌প্রতিমা বিনির্মাণে মহাকবি বাল্মীকির কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ। শব্দচয়নে, শব্দরূপ নির্মাণে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বিভিন্ন অলংকারের সুষম প্রয়োগে রামায়ণ বাক্‌শিল্পবিন্যাসের ঐতিহ্যের গৌরববাহক। সেসব অলঙ্কারের কতিপয় দৃষ্টান্ত দিয়ে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

উপমা — সাম্যং বাচ্যমবৈধর্ম্যং বাক্যৈক্য উপমা দ্বয়োঃ॥ সাহিত্যদর্পণ. ১০/১৪

— একটি বাক্যে বিরুদ্ধ ধর্মের উক্তি না হয়ে দুটি পদার্থের বাচ্যসাদৃশ্য হলে উপমা অলঙ্কার হয়।

উপমান, উপমেয়, সাধারণ ধর্ম এবং ঔপম্যবাচী শব্দ উপমালঙ্কারে আলোচিত হয়। শব্দ ও শব্দার্থ প্রয়োগের নৈপুণ্যে বিবিধ প্রকার উপমালঙ্কার হতে পারে। দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে প্রথমেই মনে আসছে আদিকাণ্ডের দ্বিতীয় সর্গের একটি চমৎকার শ্লোক, যেখানে সজ্জনের মনের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে স্বচ্ছ জলের।

অকর্দমমিদং তীর্থং ভরদ্বাজ নিশাময়।
রমণীয়ং প্রসন্নাম্বু সন্মনুষ্যো মনো যথা ॥ আদি. ২/৫

— (বাল্মীকি তাঁর শিষ্য ভরদ্বাজকে বলছেন) ভরদ্বাজ, তুমি দেখ, কর্দমশূন্য এ ঘাটটি। এখানকার রমণীয় (মনোহর) এবং প্রসন্ন (স্বচ্ছ) জল যেন সজ্জনের মন।

এখানে অম্বু (জল) উপমেয় এবং সজ্জন মানুষের মন উপমান। রমণীয় ও প্রসন্ন গুণ সাধারণ ধর্ম। যথা (যেন, যেমন) ঔপম্য বা সাদৃশ্যবাচক শব্দ। এটি একটি পূর্ণোপমা। রূপকল্প সৃষ্টিতে এখানে বাল্মীকি অতুলনীয়।

মালোপমা — মালোপমা যদেকস্যোপমানং বহু দৃশ্যতে।

— যেখানে উপমেয় একটি কিন্তু তার উপমান একাধিক সেখানে মালোপমা হয়। এখানে উপমানগুলো একটি একটি ফুলে গাঁথা মালার মতো, তাই এরূপ নামকরণ।

স চ সর্বগুণোপেতঃ কৌশল্যানন্দবর্ধনঃ
সমুদ্র ইব গাম্ভীর্যে ধৈর্যেণ হিমবানিব॥
বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্যে সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।
কালাগ্নিসদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ॥ আদি.১/১৭-১৮

— সর্বগুণান্বিত কৌশল্যার আনন্দবর্ধক তিনি (রামচন্দ্র) গাম্ভীর্যে সমুদ্রের মতো, ধৈর্যে হিমালয়তুল্য, বীর্যে (পরাক্রমে) বিষ্ণুসদৃশ, সোম (চন্দ্র) তুল্য প্রিয়দর্শন, ক্রোধে কালাগ্নি (প্রলয়কালের অগ্নি) সদৃশ, পৃথিবীর মতো ক্ষমাশীল।

স্নিগ্ধদর্শন রামের গুণ বর্ণনায় কবি যেন উপমার পর উপমা দিয়ে মালা গেঁথেছেন। এখানে রাম উপমেয় আর তাঁর উপমান সমুদ্র, হিমালয়, বিষ্ণু, সোম, কালাগ্নি এবং পৃথিবী। ইব (মতো), সদৃশ, বৎ (তুল্য, মতো), সম প্রভৃতি তুলনাবাচক শব্দ।

যম-শক্রসমো বীর্যে বৃহস্পতিসমো মতৌ।
মহীধরসমো ধৃত্যাং মত্তশ্চ গুণবত্তরঃ। অযোধ্যা. ১/৩৯

— (দশরথ রাম সম্পর্কে চিন্তা করলেন) সে বীর্যে (শক্তিমত্তায়) যম এবং শক্রের (ইন্দ্রের) মতো, মতিতে (বুদ্ধিতে) বৃহস্পতিতুল্য, ধৃতিতে (ধৈর্যে) পর্বতের ন্যায়, আমার চেয়েও অধিক গুণশালী।

এখানেও একটি মালোপমা হয়েছে। উপমেয় রামচন্দ্র, আর তাঁর উপমান যম, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, মহীধর (পর্বত)। সম সাদৃশ্যবাচক শব্দ। গুণব্যাপারে তুলনায় দশরথও রামের উপমা হতে পারেন।

তং নিষ্প্রভমিবাদিত্যং মুক্ততোয়মিবাম্বুদম্ ।
উক্তবাক্যং হরিশ্রেষ্ঠমুপশান্তমিবানলম্ ॥ কিষ্কিন্ধা. ১৮/২

— বাক্যশেষে হরিশ্রেষ্ঠকে (বানরাধিপতি বালীকে) জ্যোতিহীন সূর্য, জলহীন মেঘ এবং নির্বাণপ্রায় অগ্নির মতো দেখাচ্ছিল।

এটি মালোপমার দৃষ্টান্ত। মৃতপ্রায় বালীর অবস্থা বর্ণনায় মহাকবির উপমা অতুলনীয়। উপমেয় অচেতন বালী আর তার উপমান জ্যোতিহীন সূর্য, জলহীন মেঘ (অম্বুদ, তোয়-জল), নির্বাণ প্রায় অগ্নি। ইব সাদৃশ্যবাচক শব্দ।

যথা হ্যপালাঃ পশবো যথা সেনা হ্যনায়কাঃ।
যথা চন্দ্রং বিনা রাত্রির্যথা গাবো বিনা বৃষম্ ॥
এবং হি ভবিতা রাষ্ট্রং যত্র রাজা ন দৃশ্যতে। অযোধ্যা. ১৪/৫৬-৫৭

পালকহীন পশু, সেনাপতিহীন সৈন্যবাহিনী, চন্দ্রহীন রাত্রি এবং বৃষকে ছেড়ে গাভীর যে অবস্থা হয়, রাজা না থাকলে রাজ্যের অবস্থাও হয় সেরূপ (শোচনীয়)।

রাজাহীন রাজ্যের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে মালোপমার একটি সুন্দর উদাহরণ হয়েছে এটি। এখানে উপমেয় রাজাহীন রাজ্য এবং উপমান পালকহীন পশু, সেনাপতিহীন সৈন্যবাহিনী, চন্দ্রহীন রাত্রি ও বৃষহীন গাভী। যথা তুল্যবাচক শব্দ।

পূর্ণোপমা —সা পূর্ণা যদি সামান্যধর্ম ঔপম্যবাচি চ।
উপমেয়ং চোপমানং ভবেদ্বাচ্যম্ । সাদ. ১০/১৪য

— যদি সাধারণ ধর্ম, ঔপম্যবাচী উপমেয় ও উপমান বাচ্য (শব্দদ্বারা প্রতিপাদিত) হয় তাহলে পূর্ণোপমা হয়। অর্থাৎ উপমান, উপমেয়, সাধারণ ধর্ম ও তুলনাবাচক শব্দ — এ চারটি অবয়বই স্পষ্ট উল্লিখিত হবে পূর্ণোপমায়।

বৃদ্ধিকামো হি লোকস্য সর্বভূতানুকম্পকঃ।
মত্তঃ প্রিয়তরো লোকে পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান্। অযোধ্যা. ১/৩৮

— (রাম সম্পর্কে দশরথের উক্তি) জগতের উন্নতিই তাঁর (রামচন্দ্রের) কামনা। সকল প্রাণীর প্রতি সে দয়াশীল। বর্ষণশীল মেঘের মতোই জগতে সে আমার (দশরথ) চেয়েও অধিক প্রিয়।

উপমেয় – রামচন্দ্র, উপমান – বৃষ্টিমান্ পর্জন্য, তুলনামূলক শব্দ – ইব, সাধারণ ধর্ম– প্রিয়।

রূপৌদার্যগুণৈঃ পুংসাং দৃষ্টিচিত্তাপহারিণম্ ।
ঘর্মাভিতপ্তাঃ পর্জন্যং হ্লাদয়ন্তমিব প্রজাঃ ॥ অযোধ্যা. ৩/২৯

— বৃষ্টির দেবতা পর্জন্য যেমন গ্রীষ্মতপ্ত মানুষকে বর্ষণের দ্বারা আনন্দিত করেন, তেমনি তিনিও (রামচন্দ্রও) সৌন্দর্য ও ঔদার্যাদি গুণের দ্বারা জনগণের মনোহরণ (আনন্দ দান) করেন।

উপমেয় – রামচন্দ্র, উপমান – বৃষ্টির দেবতা পর্জন্য, তুলনাবাচক শব্দ – ইব (যেমন), সাধারণ ধর্ম – 'হ্লাদয়ন্তম্' (আনন্দ দান)।

দদর্শ পর্ণশালাঞ্চ সীতয়া রহিতাং তদা।
শ্রিয়া বিরহিতাং ধ্বস্তাং হেমন্তে পদ্মিনীমিব ॥ অরণ্য. ৬০/৫

— (রামচন্দ্র) পর্ণশালায় দেখলেন সীতা নেই। হেমন্ত ঋতুতে বিধ্বস্ত পদ্মপুকুরের মতো শ্রীহীন দেখাচ্ছে পর্ণশালাকে।

রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের পর রাম-লক্ষ্মণ পর্ণশালায় এসে দেখলেন সীতা সেখানে নেই। এখানে কবি সীতাহীন পর্ণশালার বর্ণনা করতে গিয়ে পূর্ণোপমার অনুপম ব্যবহার করেছেন।

এখানে উপমেয় – সীতাহীন পর্ণশালা, উপমান – হেমন্তের পদ্মিনী (হেমন্তের পদ্মপুকুর) সাধারণ ধর্ম – ধ্বস্ত (শ্রীহীন) ও তুলনামূলক শব্দ – ইব।

পদ্মকেসরসংসৃষ্টো বৃক্ষান্তরবিনিসৃতঃ।
নিঃশ্বাস ইব সীতায়া বাতি বায়ুর্মনোহরঃ ॥ কিষ্কিন্ধা. ১/৭২

— বৃক্ষাদির ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এসে পদ্মকেসর সংসর্গজ (সুরভিত) মনোহর বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। এ যেন সীতারই (সুরভিত) নিঃশ্বাস।

এখানে উপমেয় – পদ্মকেসর সংসর্গজ (পদ্মগন্ধযুক্ত) বায়ু, উপমান – সীতার নিঃশ্বাস, সাধারণ ধর্ম – মনোহর এবং তুলনাবাচক শব্দ – ইব।

এখানে লক্ষণীয়, প্রকৃতির নিবিড় অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে কবি বাল্মীকি তাঁর চরিত্রগুলিকে সগৌরবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের চালচলনে-ব্যবহারে-স্বভাবে নিসর্গপ্রকৃতি, পশুপাখি, বৃক্ষরাজির প্রতিমা বারবার ফিরে আসে। আবার প্রকৃতি কখনো নারী-পুরুষের উপমান হয়েছে। যেমন —

চঞ্চচ্চন্দ্রকরস্পর্শহর্ষোন্মীলিততারকা।
অহো রাগবতী সন্ধ্যা জহাতি স্বয়মম্বরম্ ॥
রাত্রিঃ শশাঙ্কোদিতসৌম্যবক্ত্রা তারাগণোন্মীলিতচারুনেত্রা।
জ্যোৎস্নাংশুকপ্রাবরণা বিভাতি নারীব শুক্লাংশুকসংবৃতাঙ্গী॥ কিষ্কিন্ধা. ৩০/৪৫-৪৬

— চাঁদের সুন্দর কিরণে আকাশে তারাগুলি দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যা আকাশকে ত্যাগ করছে। নায়ক সুন্দর হাত দিয়ে নায়িকার মুদিত চোখ খুলে দিলে লজ্জা ভেঙে যাওয়ায় নায়িকা যেমন নিজেই বসন খুলে ফেলে ত্যাগ করে। উদিত চন্দ্র যেন সুন্দর মুখ। তারাগুলি যেন উন্মীলিত সুন্দর চোখ। জ্যোৎস্নার আলো যেন রেশমী ওড়না। রাত্রি যেন একটি নায়িকা। শুভ্র রেশমী বসনে অঙ্গ ঢেকে সে যেন এসেছে।

এখানে মনুষ্যস্বভাব প্রকৃতিতে আরোপ করে রসিক কবি অপূর্ব তুলনা টেনে এনেছেন। 'কর' মানে কিরণ ও হাত। 'অম্বর' মানে আকাশ ও বসন। উভয় অর্থে প্রয়োগ-কৌশল লক্ষণীয়।

গিরিশৃঙ্গমিদং তাত পশ্য চোত্তরতঃ শুভম্ ।
ভিন্নাঞ্জনচয়াকারমম্ভোধরমিবোদিতম্ ॥ কিষ্কিন্ধা. ২৭/১৪

— (রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলছেন) উত্তরের দিকে পাহাড়ের এই সুন্দর চূড়াটিকে দেখ। দলিত কাজলের মেঘের মতো যেন উদিত হয়েছে।

উপমেয়– পাহাড়ের চূড়া, উপমান – মেঘ, সাধারণ ধর্ম – অঞ্জন (কাজল), তুলনামূলক শব্দ – ইব।

শোচামি দুর্মতি ত্বং তে কা হি প্রাজ্ঞা প্রহর্ষয়েৎ।
অরেঃ সপত্নীপুত্রস্য বৃদ্ধিং মৃত্যোরিবাগতাম্ ॥ অযোধ্যা. ৮/৪

— (মন্থরা কৈকেয়ীকে বলছে) তোমার দুর্মতির জন্য আমি শোকার্ত হচ্ছি। সপত্নীর পুত্র মৃত্যুর মতো শত্রু। তার উন্নতিতে কোন বুদ্ধিমতী আনন্দিত হয়?

এখানে উপমেয় – সপত্নীপুত্র, উপমান – মৃত্যু, সাধারণ ধর্মবাচক পদ – অরি, তুলনামূলক শব্দ – ইব।

লুপ্তোপমা — লুপ্তা সামান্যধর্মাদেরেকস্য যদি বা দ্বয়োঃ।
ত্রয়াণাং বানুপাদানে (শ্রৌত্যার্থী সাপি পূর্ববৎ) ॥ সাদ. ১০/১৭

সাদৃশ্যবাচক ধর্ম প্রভৃতির মধ্যে একটির বা দুটির বা তিনটির যদি বাক্যে প্রয়োগ না হয়, তাহলে লুপ্তোপমা হবে। এটাও পূর্ববৎ শ্রৌতী ও আর্থী হয়। (মূলে বন্ধনী আমার।)

শক্রতুল্যপরাক্রান্তং বৃষ্টেবোপরতং ঘনম্ ।
নর্দন্তং নর্দতাং ভীমং শূরং শূরেণ পাতিতম্ ॥ কিষ্কিন্ধা.১৯/২৩

— ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী (বালী), বর্ষণান্ত মেঘের মতো পড়ে আছেন। গর্জনকারী এক বীর আর এক গর্জনকারী বীরের দ্বারা পাতিত হয়েছে।

এখানে উপমেয় – মৃত বালী, উপমান – বর্ষণান্ত মেঘ, তুলনামূলক শব্দ – ইব, কিন্তু সাধারণ ধর্ম – লুপ্ত ।

পদ্মকাশ্চৈব শোভন্তে নীলাশোকাশ্চ পুষ্পিতাঃ।
লোধ্রাশ্চ গিরিপৃষ্ঠেষু সিংহকেশর-পিঞ্জরাঃ ॥ কিষ্কিন্ধা. ১/৭৯

— প্রভূত পদ্ম শোভা পাচ্ছে। নীল অশোকবৃক্ষগুলি পুষ্পিত হয়েছে। পর্বতপৃষ্ঠে সিংহের কেশরের মতো দেখাচ্ছে লোধ্রফুলগুলোকে।

এখানে উপমেয় – লোধ্রফুল, উপমান – সিংহকেশর। সাধারণ ধর্ম ও তুলনাবাচক শব্দ নেই।

ঋক্ষ-বানর-গোপুচ্ছৈর্মার্জারৈশ্চ নিষেবিতম্ ।
মেঘরাশিনিভং শৈলং নিত্যং শুচিকরং শিবম্ ॥ কিষ্কিন্ধা. ২৭/৩

— ভল্লুক, বানর, গো-পুচ্ছ(বানর) এবং (বন)বিড়ালেরা সেখানে বাস করছে। সর্বদাই পবিত্র ও মঙ্গলময় এই পর্বত। দেখতে ঠিক পুঞ্জীভূত মেঘের মতো।

উপমেয় – শৈল (প্রস্রবণপর্বত), উপমান – পুঞ্জীভূত মেঘ, তুলনামূলক শব্দ – নিভ, সাধারণ ধর্ম – লুপ্ত।

উৎপ্রেক্ষা — ভবেৎ সম্ভাবনোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য পরাত্মনা।
বাচ্যা প্রতীয়মানা সা প্রথমং দ্বিবিধা মতা ॥ সাদ. ১০/৪০

— উপমেয়ের উপমানরূপে উৎকট সংশয় হচ্ছে উৎপ্রেক্ষা। বাচ্য ও প্রতীয়মানভেদে এর প্রাথমিক ভাগ দুটি। (প্রকৃত অর্থাৎ উপমেয় এবং পরাত্মা উপমান। বাক্যে 'ইব' প্রভৃতির দ্বারা সম্ভাবনা প্রকাশিত হলে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা এবং 'ইব' প্রভৃতির প্রয়োগ না হলে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা হয়।)।

ক্বচিৎ কুমুদখণ্ডৈশ্চ কুট্মলৈরুপশোভিতাম্ ।
নানাপুষ্পরজোধ্বস্তাং সমদামিব চ ক্বচিৎ ॥ অযোধ্যা. ৫০/২১

— কোথাও শাপলাফুলের শোভা, কোথাও বা দেখা যাচ্ছে নানা ফুলের কুঁড়ি। নানা পুষ্পের পরাগে সমাচ্ছন্ন (গঙ্গাকে) মনে হচ্ছে যেন মদবিহ্বলা এক প্রমদা।

এখানে কবি বাল্মীকির চমৎকার কল্পনায় লেখনীর স্পর্শে নদী গঙ্গা নারীর প্রতীকে মূর্ত হয়ে উঠেছে। 'ইব' শব্দ থাকায় এটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা হয়েছে।

পুলিনৈরতিরম্যৈশ্চ হংস-সারসসেবিতা।
প্রহসন্ত্যেব ভাত্যেষা নানারত্নসমন্বিতা ॥ কিষ্কিন্ধা. ২৭/২১

— তার (প্রস্রবণ পর্বত থেকে প্রবাহিত নদীর) অতি রমণীয় পুলিনে হাঁস আর সারসেরা খেলা করছে। নদীটি যেন নানা রত্নে ভূষিতা হয়ে সুন্দরী নারীর মতো হাসছে।

এখানে উপমেয়– নদী, উপমান – রত্নে ভূষিতা সুন্দরী নারী, সম্ভাবনাবাচক শব্দ– ইব। নদী এখানে নারীর মতো হাসে, কথা বলে। কিন্তু নদী তো প্রকৃতি, ব্যক্তি নয়। কবি-কল্পনায় নদী এখানে অলঙ্কৃত নারী হয়েছে। এটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার।

মত্তকোকিলসন্নাদৈর্নর্তয়ন্নিব পাদপান্।
শৈলকন্দরনিষ্ক্রান্তঃ প্রগীত ইব বানিলঃ ॥ কিষ্কিন্ধা. ১/১৫

— (পম্পা সরোবরতীরে বনভূমিতে) মত্ত কোকিল কূজন করছে। গাছগুলো আন্দোলিত হচ্ছে। পর্বতের গুহা থেকে বেরিয়ে এসে বায়ু যেন কোকিলের গানের মাধ্যমে গাছগুলোকে নাচ শেখাচ্ছে।

বায়ু যে বৃক্ষের নৃত্যগুরু হতে পারে তা কবি বাল্মীকির লেখনীর স্পর্শে ছবির মতো দৃশ্যমান হয়েছে। কিন্তু বায়ুর শিক্ষকতা এবং বৃক্ষের নৃত্যশিক্ষা অসম্ভব। এখানে কবির কল্পনাশক্তির নৈপুণ্যে এ ব্যবহার সহৃদয় পাঠকচিত্তে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। সম্ভাবনাবাচক শব্দ 'ইব' ব্যবহৃত হওয়ায় এটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

সুপুষ্পিতাংস্তু পশ্যৈতান্ কর্ণিকারান্ সমন্ততঃ।
হাটকপ্রতিসংছন্নান্নরান্ পীতাম্বরানিব ॥ কিষ্কিন্ধা. ১/২১

— (রাম লক্ষ্মণকে বলছেন) দেখ (ভাই), চারদিকে কর্ণিকার বৃক্ষগুলিতে ফুল ফুটেছে। যেন অনেক মানুষ হলুদ কাপড় পরেছে, আর সেজেছে সোনায়।

বৃক্ষের পক্ষে হলুদ কাপড় পরা এবং স্বর্ণালঙ্কারে সজ্জিত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কবিপ্রসিদ্ধিতে ও কল্পনায় সেটিই সম্ভাবিত হয়েছে পম্পাসরসীতীরে হলুদপুষ্পে ভরা কর্ণিকার বৃক্ষশোভায়। এটিও একটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা।

নবমাসধৃতং গর্ভং ভাস্করস্য গভস্তিভিঃ।
পীত্বা রসং সমুদ্রাণাং দ্যৌঃ প্রসূতে রসায়নম্ ॥ কিষ্কিন্ধা. ২৮/৩

— (মাল্যবান পর্বতে অবস্থিত রামচন্দ্র লক্ষ্মণের কাছে আসন্ন বর্ষাকালের বর্ণনা করছেন) আকাশ এক নারী। সূর্যের কিরণের দ্বারা সমুদ্রের জলপান করে নয় মাস ধরে সে গর্ভ ধারণ করেছে। এখন সেই জল বর্ষণের মাধ্যমে প্রসব করছে। [ধারণাটি হলো, কার্ত্তিক থেকে আষাঢ় এই নয় মাসে আকাশ সূর্যকিরণের দ্বারা সমুদ্রের জল বাষ্পীভূত করে টেনে নেয়। শ্রাবণে বৃষ্টিরূপে সে তা পৃথিবীতে বর্ষণ করে। এই জলে পৃথিবী শস্যশালিনী হয়। এ এক 'রসায়ন', ঔষধ। মানুষের আচরণ প্রকৃতিতে আরোপ করে কবি বিষয়টিকে আকর্ষণীয় করে তোলেন।]

অসাধারণ এক কল্পনাশক্তি! এখানে উপমেয় নারী হয়েছে উপমান, আর উপমান আকাশ হয়েছে উপমেয়। আকাশ কখনও নারী হতে পারে না। কিন্তু কবির কল্পনাশক্তির

নৈপুণ্যে বর্ষণশীল আকাশ প্রসূতী নারীরূপে প্রতীয়মান হয়েছে। এখানে সম্ভাবনাবাচক ইবাদি শব্দ অনুপস্থিত, তাই এটি প্রতীয়মনোৎপ্রেক্ষা।

সমীক্ষ্য বিমলং ব্যোম গতবিদ্যুদ্বলাহকম্ ।
সারসাকুলসজ্ঘুষ্টং রম্যজ্যোৎস্নানুলেপনম্ ॥ কিষ্কিন্ধা. ২৯/১

— (শরতের আগমনে) হনুমান দেখলেন আকাশ নির্মল। তাতে বিদ্যুতের ঝিলিক আর মেঘ নেই। আনন্দে সারসেরা দল বেঁধে উড়ছে। সুন্দর জ্যোৎস্না আকাশকে চন্দন (অনুলেপন) মাখিয়ে দিয়েছে।

এখানে শরৎকালের মেঘহীন নির্মল আকাশের বর্ণনায় প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়েছে। জ্যোৎস্নার প্রাণসত্তা নেই, তাই জ্যোৎস্না নিজে আকাশের অনুলেপন (চন্দন) হতে পারে না। কিন্তু কবি-কল্পনায় সেটা সম্ভব হয়েছে। সম্ভাবনাবাচক শব্দ এখানে অনুক্ত। স্মর্তব্য যে, পরবর্তীকালে অনেক কবি-সাহিত্যিক জ্যোৎস্নাকে অনুলেপন হিসেবে ব্যবহারের চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন। আমাদের জ্ঞাত ইতিহাসে এই চমৎকারিত্ব সৃজনের পথিকৃৎ নিঃসন্দেহে বাল্মীকি।

রূপক — রূপকং রূপিতারোপাদ্ বিষয়ে নিরপহ্নবে। সাদ. ১০/২৮

— নিরপহ্নব বিষয়ে (নিষেধশূন্য উপমেয়ে) রূপিত বস্তুর (উপমানের) আরোপ থেকে রূপক অলঙ্কার হয়।

স তেন রাজা দুঃখেন ভৃশমর্পিতচেতনঃ।
অবগাঢ়ঃ সুদুস্পারং শোকসাগরমব্রবীৎ ॥
রামশোকমহাবেগঃ সীতাবিরহপারগঃ।
শ্বসিতোর্মিমহাবর্তো বাষ্পবেগজলাবিলঃ ॥
বাহুবিক্ষেপমীনোঽসৌ বিক্রন্দিতমহাস্বনঃ।
প্রকীর্ণকেশশৈবালঃ কৈকেয়ীবড়বামুখঃ ॥
মমাশ্রুবেগপ্রভবঃ কুব্জাবাক্যমহাগ্রহঃ।
বরবেলো নৃশংসায়া রামপ্রব্রাজনা যতঃ ॥ অযোধ্যা. ৫৯/২৭-৩০

— (সুমন্ত্রের কাছ থেকে রামের বনগমন বার্তা শোনার পর দশরথ) রাজা সেই দুঃখে গভীরভাবে অজ্ঞান হয়ে অপার শোক-সাগরে নিমজ্জিত হলেন। (একটু পরে) বললেন, রামের শোকই এই প্রবল বেগ উৎপন্ন করেছে। সীতার বিরহই সেই সাগরের অন্তঃসীমা। আমার দীর্ঘনিঃশ্বাসই তার তরঙ্গময় আবর্ত। আমার অশ্রুই সেই সাগরের জল। আমার বাহুর বিক্ষেপ তার মৎস্যের উল্লম্ফন। আমার কান্না তার গর্জন। আমার দাঁড়িয়ে পড়া কেশরাশি তার শৈবাল। আর কৈকেয়ী হলো তার বাড়বানল। আমার অশ্রুর বেগ এই সমুদ্রের গতি। কুঁজী মন্থরার বাক্য হলো বিরাট জলজন্তু। নিষ্ঠুর কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনা হলো এই সাগরের বেলাভূমি। তার থেকেই তো রামের নির্বাসন।

রামচন্দ্রের বনবাসের পর শোকমগ্ন রাজা দশরথ বিলাপ করছেন। পুত্রহারা রাজা দশরথের শোক প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে সাগররূপ ধারণ করল। কবি উপমেয় শোকের সাথে উপমান সাগরের অভেদ আরোপ করলেন।

রাজা দশরথের দীর্ঘনিঃশ্বাস সাগরের তরঙ্গময় আবর্ত, দশরথের অশ্রু সাগরের জল, তাঁর বাহুর বিক্ষেপ মৎস্যের উল্লম্ফন, দশরথের কান্না সাগরের গর্জন, দশরথের কেশরাশি সাগরের শৈবাল, কৈকেয়ী বড়বানল (সমুদ্রগর্ভস্থ আগুন), দশরথের অশ্রুবেগ সাগরের গতি, কুঁজী মন্থরার বাক্য বিরাট জলজন্তু, কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা সাগরের বেলাভূমি। এটি রূপক অলঙ্কারের একটি সার্থক উদাহরণ। এখানে উপমেয়ের সঙ্গে উপমানের অভেদ আরোপ করা হয়েছে।

ধ্যাননির্দরশৈলেন বিনিঃশ্বসিতধাতুনা।
দৈন্যপাদপসঙ্ঘেন শোকায়াসাধিশৃঙ্গিণা ॥
প্রমোহানন্তসত্ত্বেন সন্তাপৌষধিবেণুনা।
আক্রান্তো দুঃখশৈলেন মহতা কৈকেয়ীসুতঃ ॥ অযোধ্যা. ৮৫/১৯-২০

— কৈকেয়ীপুত্র ভরত তখন দুঃখরূপী বিরাট পর্বতের দ্বারা আক্রান্ত হলেন। রামের জন্য কঠোর ধ্যানই এই পর্বতের প্রস্তর। ধাতুধারা যেন দীর্ঘনিঃশ্বাস। তরুরাজিই দৈন্য। শোকের যে কষ্ট সেটাই পর্বতের শৃঙ্গ।

পর্বতের অসংখ্য প্রাণী ঐ পর্বতের মোহ। ওষধি ও বেণু যেন সন্তাপ।

রামচন্দ্রের বনবাসের পর (গুহের সঙ্গে কথোপকথনের পর) দুঃখী ভরতের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে আলোচ্য শ্লোক দুটিতে একটি সার্থক রূপকের ব্যবহার ঘটেছে। উপমেয় ভরতের দুঃখের সাথে উপমান বিরাট পর্বতের অভেদ আরোপ করা হয়েছে। রামের জন্য কঠোর ধ্যান পর্বতের প্রস্তর, ধাতুধারা দীর্ঘনিঃশ্বাস, তরুরাজি দৈন্য, শোকের কষ্ট পর্বতের শৃঙ্গ, পর্বতের অসংখ্য প্রাণী পর্বতের মোহ, ওষধি ও বেণু সন্তাপ।

বিষাদনক্রাধ্যুষিতে পরিত্রাসোর্মিমালিনি।
কিং মাং ন ত্রায়সে মগ্নাং বিপুলে শোকসাগরে ॥ অরণ্য. ২১/১২

— (খর রাক্ষসের কাছে রাম-লক্ষ্মণের দ্বারা লাঞ্ছিতা শূর্পণখার উক্তি) আমি শোকের বিশাল সাগরে ডুবে যাচ্ছি। বিষাদ হলো সেই সাগরের কুমির। আর ভয় হলো ঢেউ। তুমি কি আমাকে বাঁচাবে না?

এখানে শোকরূপ সাগরের উপমেয়– শোক এবং উপমান – সাগর । উপমেয় – বিষাদ, উপমান – কুমির, উপমেয় – ভয়, উপমান – ঢেউ। এখানে উপমেয়ের একাধিক অঙ্গের ওপর উপমানের একাধিক অঙ্গের অভেদ আরোপ করা হয়েছে।

বিশুদ্ধবংশাভিজনাগ্রহস্তস্তেজোমদঃ সংস্থিতদোর্বিষাণঃ।
উদীক্ষিতুং রাবণ নেহ যুক্তঃ স সংযুগে রাঘব-গন্ধহস্তী ॥ অরণ্য. ৩১/৪৬

— (রাবণের প্রতি মারীচের উক্তি) হে রাবণ, রাম যেন একটি গন্ধহস্তী। বিশুদ্ধ বংশে তাঁর জন্ম। সেই বংশ যেন তাঁর শুঁড়। তাঁর তেজ হলো মদবারি। সুগঠিত বাহুদুটি যেন তাঁর দন্ত। এখন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ তো নয়ই, তাঁর দিকে তাকাতেও তুমি সমর্থ নও।

এখানেও উপমেয়ের একাধিক অঙ্গের ওপর উপমানের একাধিক অঙ্গের অভেদ আরোপ করা হয়েছে। রামরূপ গন্ধ–হস্তীতে উপমেয় – রাম, উপমান – গন্ধহস্তী; বংশরূপ শুঁড়ে উপমেয় – বংশ, উপমান – শুঁড়; তেজরূপ মদবারিতে উপমেয় – তেজ, উপমান – মদবারি ।

রূপকের তিনটি শ্রেণির (পরম্পরিত, সাঙ্গ, নিরঙ্গ) মধ্যে উপরের শ্লোকগুলি সাঙ্গরূপকের উদাহরণ।

ছিন্নচারিত্র্যকক্ষেণ সতাং ধর্মাতিবর্তিনা।
ত্যক্তধর্মাঙ্কুশেনাহং নিহতো রামহস্তিনা ॥ কিষ্কিন্ধা. ১৭/৪৪

— যে সচ্চরিত্ররূপ রজ্জুবন্ধন ছিন্ন করেছে, ধর্মরূপ অঙ্কুশকে ত্যাগ করে ধর্মপথের বাইরে চলে গেছে, সেই রামরূপ হস্তীর দ্বারা আজ আমি নিহত হলাম।

রামচন্দ্র কর্তৃক বাণবিদ্ধ হয়ে বালী রামচন্দ্রকে তিরস্কার করছেন। রামচন্দ্রকে হস্তী বলে রূপক করার ফলে — সচ্চরিত্রকে রজ্জুবন্ধন, ধর্মকে অঙ্কুশ বলে রূপক করা হয়েছে।

এখানে কক্ষা অর্থ কাঞ্চি, রজ্জুবন্ধন। রজ্জু হস্তীকে বেঁধে রাখে। অঙ্কুশ তাকে বিপথে যেতে দেয় না। মানুষকেও ধর্ম বিপথে যেতে দেয় না। এখানে বালীর মতে রাম ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত। তাই এই সার্থক রূপক।

তদ্বিয়োগেন্ধনবতা তচ্চিন্তাবিমলার্চিষা।
রাত্রিন্দিবং শরীরং মে দহ্যতে মদনাগ্নিনা ॥ যুদ্ধ. ৫/৮

— (সীতার শোকে রামের উক্তি) কামাগ্নি দিবারাত্র আমার শরীরকে দগ্ধ করছে। তার বিরহই সেই আগুনের জ্বালানীকাঠ। তার চিন্তাই সেই আগুনের উজ্জ্বল শিখা।

এখানে কামকে অগ্নির সঙ্গে অভেদ করে রূপক করা হয়েছে। সে কারণে বিরহ জ্বালানীকাঠ এবং চিন্তা হয়েছে আগুনের উজ্জ্বল শিখা ।

কো ব্রহ্মদণ্ড প্রতিমপ্রকাশনর্চিষ্মতঃ কালনিকাশরূপান্ ।
সহেত বাণান্ যমদণ্ডকল্পান্ সমক্ষমুক্তান্ যুধি রাঘবেণ ॥ যুদ্ধ. ১৫/১৩

— (ইন্দ্রজিতের প্রতি বিভীষণের বাক্য) রামের বাণ হচ্ছে ব্রহ্মদণ্ডের মতো প্রভাবশালী এবং কালাগ্নিশিখার মতো অব্যর্থ। রাম যমদণ্ডস্বরূপ এই বাণ যুদ্ধে নিক্ষেপ করলে, কে সহ্য করতে পারবে?

এখানে একটি মাত্র উপমেয় – রামচন্দ্রের বাণ এবং উপমান – ব্রহ্মদণ্ড, কালাগ্নিশিখা ও যমদণ্ড। একটি উপমেয়ে একাধিক উপমানের আরোপে এটি মালা রূপক হয়েছে।

এষ ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ শিবঃ স্কন্দঃ প্রজাপতিঃ।
মহেন্দ্রো ধনদঃ কলো যমঃ সোমো হ্যপাং পতিঃ ॥ যুদ্ধকাণ্ড. ১০৫/ ৮

— (অগস্ত্যমুনি কথিত আদিত্যহৃদয় স্তোত্র) ইনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কার্ত্তিক ও প্রজাপতি। ইনিই মহেন্দ্র, কুবের, কাল, যম, সোম ও বরুণ।

এখানে উপমেয় একটি – ইনি (আদিত্যদেব), উপমান – ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কার্তিক, প্রজাপতি, মহেন্দ্র, কুবের, কাল, যম, সোম ও বরুণ। সুতরাং একাধিক উপমানের আরোপে এটি একটি সার্থক মালা রূপক।

অনুপ্রাস — অনুপ্রাসঃ শব্দসাম্যং বৈষম্যেঽপি স্বরস্য যৎ।

— স্বরবর্ণের বৈষম্য থাকলেও শব্দসাদৃশ্য যদি থাকে, তাহলে অনুপ্রাস হয়।

রসানুগ করে কবিব্যবহারের চমৎকারিত্বে অনুপ্রাস অনেক প্রকারের হতে পারে।

নিগৃহ্য রোষং শোকঞ্চ ধৈর্যমাশ্রিত্য কেবলম্ ।
অবমানং নিরস্যৈনং গৃহীত্বা হর্ষমুত্তমম্ ॥
উপকল্পিতং যদৈতন্মে অভিষেকার্থমুত্তমম্ ।
সর্বং নিবর্তয় ক্ষিপ্রং কুরু কার্যং নিরব্যয়ম্ ॥
সৌমিত্রে যোঽভিষেকার্থে মম সম্ভারসম্ভ্রমঃ।
অভিষেক নিবৃত্ত্যর্থে সোঽস্তু সম্ভারসম্ভ্রমঃ ॥ অযোধ্যা. ২২/৩-৫

— (রাজ্যাভিষেক বন্ধ হওয়ার পর লক্ষ্মণের প্রতি রামের উক্তি) ভাই, কেবল ধৈর্যকে আশ্রয় করে তুমি ক্রোধ ও শোককে সংবরণ করো। অপমানের কথা ভুলে যাও। আনন্দকে ভালোভাবে গ্রহণ করো। আমার অভিষেকের জন্য যেসব উত্তম দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করা হয়েছে, সব সরিয়ে দাও। আমার বনগমনের আয়োজন নিখুঁতভাবে সত্বর করো। ভাই লক্ষ্মণ, আমার অভিষেকের সামগ্রী-সংগ্রহে তোমার যে প্রয়াস চলছিল, এখন আমার অভিষেক-নিবৃত্তির জন্য তোমার সেই প্রয়াস প্রয়োগ করো।।

এখানে প্রথম চরণের শেষ শব্দটি 'কেবলম্'-এর সাথে দ্বিতীয় চরণের শেষ শব্দ 'হর্ষমুত্তমম্'-এর ধ্বনিসাম্য রয়েছে। আবার তৃতীয় চরণের শেষ শব্দ 'অর্থমুত্তমম্'-এর সাথে চতুর্থ চরণের শেষ শব্দ 'নিরব্যয়ম্'-এর ধ্বনিসাম্য রয়েছে। এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ চরণের শেষ শব্দদুটো একই — সম্ভারসম্ভ্রমঃ। তাই এখানেও ধ্বনিসাম্য রয়েছে। শ্লোক তিনটি অন্ত্যানুপ্রাসের চমৎকার উদাহরণ।

সুন্দরকাণ্ডের পঞ্চম সর্গের সবগুলো শ্লোক (২৭টি) অন্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টির অনুপম দৃষ্টান্ত। এখানে তিনটি শ্লোক উদ্ধারখ করা হলো —

ততঃ স মধ্যং গতমংশুমন্তং জ্যোৎস্না-বিতানং মুহুরুদ্বমন্তম্ ।
দদর্শ ধীমান্ ভুবি ভানুমন্তং গোষ্ঠে বৃষং মত্তমিব ভ্রমন্তম্ ॥
লোকস্য পাপানি বিনাশয়ন্তং মহোদধিং চাপি সমেধয়ন্তম্ ।
ভূতানি সর্বাণি বিরাজয়ন্তং দদর্শ শীতাংশুমথাভিযান্তম্ ॥
যা ভাতি লক্ষ্মীর্ভুবি মন্দরস্থা যথা প্রদোষেষু চ সাগরস্থা।
তথৈব তোয়েষু চ পুষ্করস্থা ররাজ সা চারু-নিশাকরস্থা ॥ সুন্দর. ৫/১-৩

— (লঙ্কায় রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে) ধীমান হনুমান দেখলেন, চন্দ্র ভূতলে নিরন্তর কিরণ-বিকিরণ করছেন। আকাশ আর পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে চন্দ্র বিরাজ করছেন। তার কিরণ শীতল। গোষ্ঠে মদমত্ত বৃষ যেমন বিচরণ করে, তেমনি মনে হচ্ছিল চন্দ্রকে।

জগতের পাপরাশি বিনাশ করছেন চন্দ্র। সমুদ্রকে তিনি জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসে পরিবর্ধিত করেছেন। সকল প্রাণীকে তাঁর আলো দ্বারা তিনি প্রকাশ করে চলেছেন। পৃথিবীতে মন্দর পর্বতে অপূর্ব শোভা বিরাজ করে। সন্ধ্যায় সাগরে দেখা যায় মনোরম সৌন্দর্য। জলাশয়ে পদ্মেও বিরাজ করে সৌন্দর্য। সমান মনোহর শোভা আজ চাঁদেও দেখা যাচ্ছে।

এখানে পাদান্তের সাথে পাদান্তের এবং প্রত্যেক চরণের শেষ পদটির সাথে পরবর্তী চরণের শেষ পদটির ধ্বনিসাম্য রয়েছে।

পরপর ক্রিয়াপদ সন্নিবেশ, একই পদ বা পদগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি, শ্লোকের পাদান্তের সাথে পাদান্তের এবং প্রত্যেক চরণের শেষ শব্দটির সাথে পরবর্তী চরণের শেষ শব্দটির ধ্বনিসাম্য ইত্যাদি নানা কৌশলে অনুপ্রাসের সার্থক দৃষ্টান্ত নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহে সুপরিস্ফুট।

গায়ন্তি কেচিৎ প্রহসন্তি কেচিন্নৃত্যন্তি কেচিৎ প্রণমন্তি কেচিৎ।
পঠন্তি কেচিৎ প্রচরন্তি কেচিৎ প্লবন্তি কেচিৎ প্রলপন্তি কেচিৎ ॥
পরস্পরং কেচিদুপাশ্রয়ন্তি পরস্পরং কেচিদতিব্রুবন্তি।
দ্রুমাদ্ দ্রুমং কেচিদভিদ্রবন্তি ক্ষিতৌ নগাগ্রান্নিপতন্তি কেচিৎ ॥
মহীতলাৎ কেচিদুদীর্ণবেগা মহাদ্রুমাগ্রাণ্যভিসম্পতন্তি ।
গায়ন্তমন্যঃ প্রহসন্নুপৈতি হসন্তমন্যঃ প্ররুদন্নুপৈতি ॥
তুদন্তমন্যঃ প্রণদন্নুপৈতি সমাকুলং তৎকপিসৈন্যমাসীৎ।
ন চাত্র কশ্চিন্ন বভূব মত্তো ন চাত্র কশ্চিন্ন বভূব দৃপ্তঃ ॥ সুন্দর. ৬১/১৬-১৯

— কেউ গাইছে। কেউ হাসছে। কেউ বা নেচে চলেছে। প্রণাম করছে কেউ। কেউ আবৃত্তি করছে, কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে। লাফাচ্ছে কেউ। কেউ বা প্রলাপ বকছে। কেউ কেউ পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরছে। কেউ কেউ কাউকে বকছে। কেউ একটি গাছ থেকে আরেকটিতে লাফিয়ে পড়ছে। পাহাড়ের চূড়া হতে ভূতলে লাফিয়ে পড়ছে কেউ কেউ। কেউ কেউ হাতি থেকে জোরে লাফিয়ে বড় বড় গাছের ওপরে উঠে যাচ্ছে। কেউ কেউ গাইতে গাইতে যাচ্ছিল। হাসতে হাসতে তাদের কাছে কেউ চলে গেল। কেউ কাঁদছিল। কাঁদতে কাঁদতে কেউ আবার তার কাছে চলে এল। কেউ কষ্ট পাচ্ছে। কেউ তাকে আরও কষ্ট দিতে কাছে গেল। সমগ্র কপিসৈন্যবাহিনী এইভাবে ব্যাকুল হয়ে উঠল। এমন সেখানে কেউ ছিল না যে প্রমত্ত হয় নি। কেউই ছিল না যে দর্পিত হয় নি।

বিশেষমালম্ব্য বিশেষসংস্থিতং বিচিত্রকূটং বহুকূটমণ্ডিতম্ ।
মনোঽভিরামং শরদিন্দুনির্মলং বিচিত্রকূটং শিখরং গিরের্যথা ॥ সুন্দর. ৮/৬

— (পুষ্পক বিমানের বর্ণনা) বিশেষ বিশেষ গতি অনুসারে বিশেষ পথে চলতে পারত এই বিমান। বিমানটি বিচিত্র, বহু কক্ষ সমন্বিত। মনের আনন্দপ্রদ এবং শারদীয় চন্দ্রের মতো নির্মল। দেখতে বিচিত্র শিখর-সমন্বিত পর্বতের মতো।

এখানে, শ্লোকে 'অং'(ং,ম্) ধ্বনিটি আট বার ধ্বনিত হয়েছে। এছাড়া 'ব' ধ্বনিটি ছয় বার এবং 'শ' (ও ষ) ছয় বার ধ্বনিত হয়েছে। এ উদাহরণটিকে বৃত্ত্যনুপ্রাসের মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে।

নৈব রাত্রিং ন দিবসং ন মুহূর্তং ন চ ক্ষণম্ ।
রাম-রাবণয়োর্যুদ্ধং বিরামমুপগচ্ছতি ॥ যুদ্ধকাণ্ড. ১০৭/৬৬

— (রাম-রাবণের ভয়ংকর যুদ্ধ বর্ণনায়) রাতে, দিনে, মুহূর্তের মধ্যেও রাম-রাবণের যুদ্ধের বিরাম হলো না।

শ্লোকটিতে 'ন' ধ্বনি চার বার এবং 'ং' ধ্বনি চার বার ধ্বনিত হয়েছে। এটি বৃত্ত্যনুপ্রাসের মধ্যে গণনীয়।

অনুক্তোঽপ্যত্রভবতা ভবত্যা বচনাদহম্ ।
বনে বৎস্যামি বিজনে বর্ষাণীহ চতুর্দশ ॥ অযোধ্যা. ১৯/২৩

— (কৈকেয়ীর প্রতি রামের উক্তি) তিনি না বললেও আপনার কথা শুনেই নির্জন বনে চৌদ্দ বছর আমি বাস করব।

শ্লোকটিতে 'ব' ধ্বনি সাত বার ধ্বনিত হয়েছে। এটি বৃত্ত্যনুপ্রাসের মধ্যে গণ্য।

যমক — সত্যর্থে পৃথগর্থায়াঃ স্বরব্যঞ্জনসংহতেঃ।
ক্রমেণ তেনৈব বৃত্তির্যমকং বিনিগদ্যতে ॥ সাদ. ১০/৮

— অর্থ থাকলে, পৃথক অর্থবিশিষ্ট হয়ে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণসমূহের (একবার উচ্চারণের পর) একই ক্রমে আবৃত্তিকে যমক বলে।

গচ্ছতা মাতুলকুলং ভরতেন তদানঘঃ।
শত্রুঘ্নো নিত্যশত্রুঘ্নো নীতঃ প্রীতিপুরস্কৃতঃ। অযোধ্যা. ১/১

— ভরত মামার বাড়ি গেলেন। ভালোবেসে সঙ্গে নিয়ে গেলেন নিষ্পাপ শত্রুঘ্নকে। শত্রুকে শত্রুঘ্ন নিত্যই জয় করেন।

শ্লোকটিতে একই 'শত্রুঘ্ন' শব্দটি পৃথক অর্থে দুবার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম শত্রুঘ্ন অর্থ ভরতের ভাই শত্রুঘ্ন। দ্বিতীয় শত্রুঘ্ন অর্থ শত্রুকে যিনি নিত্য জয় করেন। দ্বিতীয় শত্রুঘ্ন প্রথম শত্রুঘ্নর বিশেষণ।

রাম রাম মহাবাহো শৃণু গুহ্যং সনাতনম্।
যেন সর্বানরীন্ বৎস সমরে বিজয়িষ্যসে ॥ যুদ্ধ. ১০৫/৩

— (রামচন্দ্রের প্রতি অগস্ত্যমুনির উক্তি) হে আনন্দদায়ক মহাবীর রাম, তুমি শোন, গোপনীয় কিন্তু চিরন্তন একটি স্তব তোমায় আমি বলছি। বৎস, এর দ্বারাই যুদ্ধে সব শত্রুকে তুমি জয় করতে পারবে।

এখানে প্রথম রামের অর্থ আনন্দদায়ক এবং দ্বিতীয় রাম অর্থ দশরথের পুত্র রাম। একই 'রাম' শব্দ দুই অর্থে দুবার ব্যবহারের দ্বারা চমৎকারিতার সৃষ্টি হয়েছে।

তামেবমুক্ত্বা জননীং লক্ষ্মণং পুনরব্রবীৎ।
বাক্যং বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বধনুষ্মতাম্ ॥ অযোধ্যা. ২১/৩৮

— বাক্যবিদগণের ও ধনুর্ধরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (রাম) মাকে এই কথা বলে লক্ষ্মণকে আবার বললেন।

এখানে একই রামের বিশেষণ হিসেবে শ্রেষ্ঠ শব্দটি দুবার ব্যবহৃত হয়েছে।

অদ্য মেঽস্ত্রপ্রভাবস্য প্রভাবঃ প্রভবিষ্যতি।
রাজ্ঞশ্চাপ্রভূতাং কর্তুং প্রভুত্বঞ্চ তব প্রভো ॥ অযোধ্যা. ২৩/৩৭

— (রাজ্যাভিষেক বন্ধ হয়ে গেলে রামের প্রতি ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণের উক্তি) প্রভু, রাজা দশরথের প্রভুত্ব লোপ ও আপনার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আজ আমার অস্ত্রের প্রভাব প্রকাশিত হবে।

এখানে একই 'প্রভাব' শব্দটি দুই অর্থে দুবার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রভু শব্দটিও দুবার ব্যবহৃত হয়েছে।

সন্দেহ — সন্দেহঃ প্রকৃতেঽন্যস্য সংশয়ঃ প্রতিভোত্থিতঃ।
শুদ্ধো নিশ্চয়গর্ভোঽসৌ নিশ্চয়ান্ত ইতি ত্রিধা ॥ সাদ. ১০/৩৫

— কবিপ্রতিভাবশত উপমেয়ে (প্রকৃতে) উপমানের (অন্যের) সংশয় উৎপন্ন হলে সন্দেহ অলঙ্কার হয়। সন্দেহ, নিশ্চয়গর্ভ এবং নিশ্চয়ান্তভেদে এ অলঙ্কারটি তিন প্রকার।

সাধারণত এ অলঙ্কারে সংশয়টি প্রশ্নের আকারে ব্যক্ত হয়। সত্যিকার সংশয়ে অবশ্য কাব্যের সন্দেহ অলঙ্কার হয় না, কবি-কল্পনার চমৎকারিত্বেই তার বিকাশ।

তর্পয়ামাস মাতেব তদা রাবণপালিতা ।
স্বর্গোঽয়ং দেবলোকোঽয়মিন্দ্রস্যাপি পুরী ভবেৎ।
সিদ্ধির্বেয়ং পরা হি স্যাদিত্যমন্যত মারুতিঃ ॥ সুন্দর. ৯/৩০

— রাবণপালিতা এই রম্যপ্রাসাদটি স্নেহময়ী সুখদাত্রী মায়ের মতো হনুমানকে তৃপ্ত করল। হনুমান ভাবলেন, এটি কি দেবলোক, না স্বর্গ? নাকি ইন্দ্রের পুরী অমরাবতী, না উত্তম সিদ্ধি?

এখানে রাবণের পার্থিব রম্য প্রাসাদটি দেখার পর রূপমুগ্ধ হনুমান বিস্মিত উচ্চারণে সৃষ্টি করেছেন মনোহর সন্দেহের। দেবলোক, না স্বর্গ? নাকি ইন্দ্রের পুরী অমরামতী? না উত্তম সিদ্ধি? ইত্যাদি নানা সন্দেহের চমৎকারিতায় সন্দেহ অলঙ্কার হয়েছে।

একাবলী — পূর্বং পূর্বং প্রতি বিশেষণত্বেন পরং পরম্ ।
স্থাপ্যতেঽপোহ্যতে বা চেৎ স্যাত্তদৈকাবলী দ্বিধা ॥ সাদ. ১০/৭৭

— পরে পরে প্রযুক্ত বিশেষ্য সকল পূর্বে পূর্বে প্রযুক্ত বস্তুর বিশেষণরূপে প্রতিষ্ঠিত বা পরিত্যক্ত হলে একাবলী অলঙ্কার হয়। একাবলী অলঙ্কার দুই প্রকার।

এখানে বিশেষণ হওয়া অর্থে মূলত বিশেষণভাবাপন্ন হওয়া বোঝায়।

সহস্রবাহোস্তদ্ যুদ্ধং বিংশদ্বাহোশ্চ দারুণম্ ।
নৃপরাক্ষসয়োস্তত্র আরব্ধং রোমহর্ষণম্ ॥

সাগরাবিব সংক্ষুব্ধৌ চলমূলাবিবাচলৌ ।
তেজোযুক্তাবিবাদিত্যৌ প্রদহন্তাবিবানলৌ ॥
বলোদ্ধতৌ যথা নাগৌ বাসিতার্থে যথা বৃষৌ ।
মেঘাবিব বিনর্দন্তৌ সিংহাবিব বলোৎকটৌ ॥
রুদ্রকালাবিব ক্রুদ্ধৌ তৌ তদা রাক্ষসার্জুনৌ ।
পরস্পরং গদাং গৃহ্য তাড়য়ামাসত ভৃশম্ ॥ উত্তর. ৩২/৫০-৫৩

— অনন্তর সহস্রবাহু নৃপতির সঙ্গে বিংশতিবাহু রাক্ষসের মধ্যে লোমহর্ষক নিদারুণ সংগ্রাম শুরু হলো। সংক্ষুব্ধ সাগরদ্বয়, চঞ্চলমূল পর্বতযুগল, দ্বিবিধ তেজস্বী আদিত্য, দহনকারী অনলদ্বয়, বলোদ্ধত দুটি গজ, কামভাবা গাভীর জন্য সংগ্রামোদ্যত বৃষদ্বয়, গর্জনকারী মেঘযুগল, বলগর্বী সিংহদ্বয় এবং রুদ্র ও কালের মতো সেই রাক্ষস এবং অর্জুন পরস্পর গদা গ্রহণ করে পরস্পরকে অত্যন্ত তাড়ন করতে লাগলেন।

এখানে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত সহস্রবাহু নৃপতি (কার্তবীর্যার্জুন) এবং বিংশতিবাহু রাক্ষসের (রাবণ) পারস্পরিক তুলনায় নানাবিধ বিশেষণ-বিশেষ্য এসেছে। সংক্ষুব্ধ, চঞ্চলমূল, তেজস্বী, দহনকারী, বলোদ্ধত, গাভীর জন্য সংগ্রামোদ্যত, গর্জনকারী, বলগর্বী, রুদ্র ও কাল এগুলো পূর্ববর্তী বিশেষণ পদ। এ বিশেষণ পদগুলো যথাক্রমে সাগরদ্বয়, পর্বতযুগল, দ্বিবিধ আদিত্য, অনলদ্বয়, দুটি গজ, বৃষদ্বয়, মেঘযুগল, সিংহদ্বয়, রাক্ষস ও অর্জুন পদগুলোকে (পরবর্তী বিশেষ্য পদ) বিশেষিত করেছে। অতএব এটি সার্থক একাবলী অলঙ্কার হয়েছে। শ্লোকগুলিতে মহাকবির কাব্যসৃষ্টিতে অপূর্বতা লক্ষণীয়।

ইত্যেবং বাদিনং তং তু শক্রঘ্নং শক্রসূদনম্ ।
বাল্মীকিঃ সম্পরিষ্বজ্য বিসসর্জ স রাঘবম্ ॥ উত্তর,৭২/৫

— শক্রনাশনকারী রঘুনন্দন শক্রঘ্ন এই কথা বললে পর বাল্মীকি তাঁকে আলিঙ্গন করে বিদায় জানালেন।

এখানে পূর্ববর্তী বিশেষণ শক্রনাশনকারী ও রঘুনন্দন, এবং পরবর্তী বিশেষ্য শক্রঘ্ন। শক্রনাশনকারী ও রঘুনন্দন বিশেষণ যোগে শক্রঘ্ন বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। এই বিশিষ্টতায় এটি একাবলী অলঙ্কারের উদাহরণ হয়েছে।

স্বভাবোক্তি — স্বভাবোক্তির্দুরূহার্থস্বক্রিয়ারূপবর্ণনম্। সাদ. ১০/৯২

— দুরূহার্থযুক্ত স্বকীয় ক্রিয়া ও রূপের বর্ণনাকে স্বভাবোক্তি বলে।

বস্তুস্বভাবের নিখুঁত (যথাযথ) অথচ নিপুণ ও সূক্ষ্ম বর্ণনার নাম স্বভাবোক্তি । কেবল বাস্তবের যথাযথ বর্ণনায় অবশ্য স্বভাবোক্তি অলঙ্কার হয় না, কবিশক্তির অনুপম দক্ষতায় বস্তুবিশেষ যখন সৌন্দর্যে স্বতন্ত্র অভিধা প্রাপ্ত হয় এবং সে চারুবর্ণনা সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদী হয়ে ওঠে, তখনই স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের সার্থকতা।

নানামৃগগণৈর্দ্বীপিতরক্ষ্, ক্ষগণৈর্বৃতঃ।
অদুষ্টৈর্ভাত্যয়ং শৈলো বহুপক্ষিসমাকুলঃ ॥
আম্রজম্বসনৈর্লোধ্রৈঃ প্রিয়ালৈঃ পনসৈর্ধবৈঃ।

অঙ্কোলৈর্ভব্যতিনিশৈর্বিল্বতিন্দুকবেণুভিঃ ॥
কাশ্মর্যারিষ্টবরণৈর্মধূকৈস্তিলকৈরপি।
বদর্যামলকৈর্নীপৈর্বেত্রেধন্বনবীজকৈঃ ॥
পুষ্পবদ্ভিঃ ফলোপেতৈশ্ছায়াবদ্ভির্মনোরমৈঃ।
এবমাদিভিরাকীর্ণঃ শ্রিয়ং পুষ্যত্যয়ং গিরিঃ ॥ অযোধ্যা. ৯৪/৭-১০

– (চিত্রকূটের বর্ণনায়) এই পর্বতে রয়েছে নানা হরিণ, বৃহৎ বাঘ, নেকড়ে, ভল্লুক। তারা সব শান্ত স্বভাব। বিচিত্র পাখির কলকাকলিতে মুখরিত এই পর্বত। এখানে রয়েছে আম, জাম, অসন, লোধ্র, প্রিয়াল, কাঁঠাল, ধব, অঙ্কোল, ভব্য, তিনিশ, বেল, তিন্দুক, বেণু প্রভৃতি বৃক্ষ। আরো আছে কাশ্মর্য (কুঙ্কুম), নিম, বাণ, মধূক, তিলক, কুল, আমলকী, কদম্ব, বেত্র, ইন্দ্রজব ও ডালিম গাছ। ফলে ফুলে ভরা গাছগুলি মনোরম ছায়া বিস্তার করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পর্বতটি বিশেষ শোভা ধারণ করেছে।

এখানে বৃক্ষরাজি সমাকীর্ণ চিত্রকূট পর্বতের একটি স্বাভাবিক বর্ণনা আছে কিন্তু ঋষিকবির বর্ণনার চমৎকারিত্বে সেই স্বাভাবিক বিষয়টিই শোভাতিশয় হয়ে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার হয়েছে।

সালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ খর্জূরৈঃ পনসৈর্দ্রুমৈঃ।
নীবারৈস্তিনিশৈশ্চৈব পুন্নাগৈশ্চোপশোভিতাঃ ॥
চূতৈরশোকৈস্তিলকৈঃ কেতকৈরপি চম্পকৈঃ।
পুষ্প-গুল্ম-লতোপেতৈস্তৈস্তৈস্তরুভিরাবৃতাঃ ॥
স্যন্দনৈশ্চন্দনৈর্নীপৈঃ পনসৈর্লকুচৈরপি।
ধবাশ্বকর্ণখদিরৈঃ শমী-কিংশুক-পাটলৈঃ ॥
ইদং পুণ্যমিদং রম্যমিদং বহুমৃগদ্বিজম্।
ইহ বৎস্যাম সৌমিত্রে সার্ধমেতেন পক্ষিণা ॥ অরণ্য. ১৫/১৬-১৯

– (রামচন্দ্রের দ্বারা পঞ্চবটীর বর্ণনা) স্থানটিকে শোভিত করেছে অসংখ্য সাল, তাল, তমাল, খেজুর, কাঁঠাল, নীবার, তিনিশ এবং পুন্নাগ। আম্র, অশোক, তিলক, কেতক, চম্পক, নানাবিধ পুষ্প, গুল্ম, লতা ও বিচিত্র তরুর দ্বারা পরিবৃত এই স্থান। এখানে দেখা যাচ্ছে স্যন্দন, চন্দন, কদম্ব, কাঁঠাল, লকুচ, ধব, অশ্বকর্ণ, খদির, শমী, পলাশ এবং বন্যগোলাপের গাছ। লক্ষ্মণ, এ স্থানটি পবিত্র রমণীয়। বহু হরিণ ও পাখিতে পূর্ণ। এই পক্ষীর (জটায়ুর) সঙ্গে আমরা এখানেই বাস করব।

এখানে কেবল একটি বনভূমির বর্ণনা। কিন্তু কবির বর্ণনাগুণে আমাদের চিত্তে দোলা দেয়, চমৎকারিতা সৃষ্টি করে। আলঙ্কারিক পরিভাষায় হয়ে যায় স্বভাবোক্তি অলঙ্কার। সে সময়ের বনভূমির অনেক বৃক্ষের নাম থাকায় পূর্বের এবং এ শ্লোকগুলির আরও গুরুত্ব বেড়েছে।

তিলকৈর্বীজপুরৈশ্চ বটৈঃ শুক্লদ্রুমৈস্তথা।
পুষ্পিতৈঃ করবীরৈশ্চ পুন্নাগৈশ্চ সুপুষ্পিতৈঃ ॥
মালতী-কুন্দ-গুল্মৈশ্চ ভণ্ডীরৈর্নিচুলৈস্তথা।
অশোকৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ কতকৈরতিমুক্তকৈঃ ॥ অরণ্য. ৭৫/২৩-২৪

– (পম্পা সরোবরের তীরের বর্ণনা) তিলক, লেবু, বট এবং শুভ্র বৃক্ষের দ্বারা শোভিত এই স্থান। করবী আর পুন্নাগ বৃক্ষে ফুলের সমারোহ। নানা ধরনের লতা সেখানে । মালতী, কুন্দ, নানা গুল্ম, শিরীষ এবং স্থলবেতসে পূর্ণ এই স্থান। রয়েছে অশোক, ছাতিম, কেতকী আর মাধবী।

এখানেও স্বাভাবিক বর্ণনা চমৎকারিত্বে শোভাতিশয় হয়ে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার হয়েছে। অনেক বৃক্ষের নাম এখানেও আছে।

নিষ্পন্দাস্তরবঃ সর্বে নিলীনা মৃগ-পক্ষিণঃ।
নৈশেন তমসা ব্যাপ্তা দিশশ্চ রঘুনন্দন ॥
শনৈর্বিসৃজ্যতে সন্ধ্যা নভো নেত্রৈরিবাবৃতম্।
নক্ষত্র-তারাগহনং জ্যোতির্ভিরবভাসতে ॥
উত্তিষ্ঠতে চ শীতাংশুঃ শশী লোকতমোনুদঃ।
হ্লাদয়ন্ প্রাণিনাং লোকে মনাংসি প্রভয়া স্বয়া ॥ আদি. ৩৪/১৫-১৭

– (বিশ্বামিত্রের দ্বারা গভীর রাত্রির বর্ণনা)। রঘুনন্দন, (দেখ) তরুরাজি নিষ্পন্দ। পশুপাখিও সব নিদ্রায় মগ্ন। রাতের আঁধারে সব দিক আচ্ছন্ন। সন্ধ্যা ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। আকাশ নয়নের দ্বারা যেন আবৃত। নক্ষত্র এবং তারকারা আলোয় আকাশকে উদ্ভাসিত করছে। শীতল কিরণ চন্দ্র জগতের অন্ধকার বিদূরিত করে নিজের কিরণে জগতের প্রাণীদের আহ্লাদিত করছে।

এখানে সহজ সুন্দর বর্ণনায় নিশীথ রাতের স্নিগ্ধরূপ সহৃদয়-হৃদয়বেদ্য হয়ে একটি অলঙ্কারের রূপ পেয়েছে, এর নাম স্বভাবোক্তি।

বর্তমান প্রবন্ধে সমগ্র *রামায়ণের* অতি অল্প অংশমাত্র আলোচনায় এসেছে। সঙ্গত কারণে অলঙ্কারশাস্ত্রের সকল অলঙ্কার এবং তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণও এ আলোচনায় আনা সম্ভব হয় নি। চব্বিশ হাজার শ্লোকসমন্বিত *রামায়ণ*রূপ সুবিশাল কাব্যহর্ম্যের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে ভ্রমণে বিস্ময়-বিমুগ্ধতা থাকতে পারে, কিন্তু তার থেকে মণি-কাঞ্চন আহরণ এক অসাধ্য সাধন। কিঞ্চিৎ অলঙ্কার আহরণ করতে যাওয়া আমার এক ভীরু প্রয়াস। মহাকবির অলঙ্কারপ্রয়োগ প্রদর্শনের সামান্য চেষ্টা করেছি মাত্র। এর দ্বারা কোনো সহৃদয় জন আকৃষ্ট হলে আমি আনন্দিত হব। ঐশী বাণী হিসেবে পরিগণিত বৈদিক সাহিত্যের পরে *রামায়ণ* প্রথম মানবিক কাব্য হিসেবে স্বীকৃত। সহজ সুন্দর প্রকাশভঙ্গী, বিচিত্র অলঙ্কারে অলঙ্কৃত আদিকবি বাল্মীকির *রামায়ণ*। তাঁর নির্মাণশৈলী ঈর্ষণীয়। সর্বত্র শব্দবন্ধন, উপমা, অলঙ্কারাদি প্রাঞ্জল ও সাবলীল। সৌন্দর্য পিপাসা ও কল্পনাবিলাসী মানসিকতা তাঁর কাব্যভাষাকে করেছে ঋদ্ধ ও প্রাণবন্ত। আদিকবির সরল মধুর সংস্কৃত ভাষা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকেও মুগ্ধ করেছিল। *মেঘনাদবধ কাব্যের* সমালোচনায় তিনি এক জায়গায় বলেছেন — "একবার বাল্মীকির ভাষা পড়িয়া দেখো দেখি, বুঝিতে পারিবে মহাকবির ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, হৃদয়ের সহজ ভাষা কাহাকে বলে?" (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২ : ৭০)।

টীকা

১. চতুর্দশ শতকের আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজের অনন্য কৃতি *সাহিত্যদর্পণঃ*। কলিঙ্গের মহাপাত্র ব্রাহ্মণ বংশে বিশ্বনাথের জন্ম। তাঁর পূর্বপুরুষগণ সুপণ্ডিত ছিলেন। *সাহিত্যদর্পণে* নাট্যশাস্ত্র এবং অলঙ্কারবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এসেছে। এককভাবে কোনো একটি গ্রন্থে অলঙ্কার বা কাব্যতত্ত্ব বিষয়ে এরূপ সামগ্রিক আলোচনা দুর্লভ। অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অলঙ্কারশাস্ত্রের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে *সাহিত্যদর্পণ* ব্যাপকভাবে গৃহীত। *সাহিত্যদর্পণ* দশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ক্রমানুযায়ী পরিচ্ছেদগুলির আলোচ্যবিষয়: কাব্যস্বরূপনির্ণয়, বাক্যস্বরূপনির্ণয়, রসাদিনিরূপণ, ধ্বনিগুণীভূত-ব্যঙ্গাখ্যকাব্যভেদনিরূপণ, ব্যঞ্জনাব্যাপারনিরূপণ, দৃশ্যশ্রব্যকাব্যনিরূপণ, দোষনিরূপণ, গুণবিবেচন, রীতিবিবেচন, অলঙ্কারবিবরণ। অলঙ্কারের সংজ্ঞানির্ণয়ে *সাহিত্যদর্পণ* থেকে গৃহীত উদ্ধৃতিতে প্রদত্ত সংখ্যা প্রথমে পরিচ্ছেদ এবং পরে শ্লোকসংখ্যাসূচক। অধ্যাপক ড. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত *সাহিত্যদর্পণঃ* থেকে সংজ্ঞা নেওয়া হয়েছে। সাহিত্যদর্পণকে সংক্ষেপে সাদ. উল্লেখ করা হয়েছে।

২. *ঋগ্বেদ* ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী তথা সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। খ্রিষ্টপূর্ব আনুমানিক ৩০০০ থেকে ২৫০০ অব্দ পর্যন্ত *ঋগ্বেদের* রচনাকাল। ভারতীয় ঐতিহ্য-পরম্পরায় *ঋগ্বেদ* ঐশী গ্রন্থ হিসেবে মান্য। প্রকৃতির বিভিন্ন সত্তাতে দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে *ঋগ্বেদে*। প্রাচীন ঋষি-কবিদের ধ্যানলব্ধ উপলব্ধিসঞ্জাত স্বতঃস্ফূর্ত ঋক্‌সমূহের সংকলন ঋগ্বেদ। সমগ্র *ঋগ্বেদকে* দশটি মণ্ডলে বিভাজিত করা হয়েছে। *ঋগ্বেদে* মোট ১০টি মণ্ডল, ৮৫টি অনুবাক, ১০১৭টি সূক্ত এবং ১০৬০০ ঋক্ আছে। ঋগ্বেদের মন্ত্রের স্তবককে ঋক্ (verse) বলে। কতিপয় ঋক্ নিয়ে গঠিত হয় একটি সূক্ত (hymn)। সূক্ত অর্থে বোঝায় শোভন বাক্য (সু উক্ত) অর্থাৎ স্তুতি, প্রশংসা। *ঋগ্বেদ* থেকে গৃহীত উদ্ধৃতিতে ব্যবহৃত তিনটি সংখ্যা যথাক্রমে মণ্ডল, সূক্ত ও ঋক্ নির্দেশক।

৩. বাল্মীকির অমর সৃষ্টি *রামায়ণম্*। রামায়ণের রচনাকাল আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দ। ভারতীয় ঐতিহ্য-পরম্পরায় *রামায়ণ* প্রথম মানবিক কাব্য, আদি কাব্য এবং বাল্মীকি আদি কবি। চব্বিশ হাজার শ্লোক আছে *রামায়ণে*। সাতটি কাণ্ডে বিভাজিত। কাণ্ডগুলি যথাক্রমে আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধা, সুন্দর, যুদ্ধ ও উত্তর কাণ্ড। প্রবন্ধে ব্যবহৃত উদ্ধৃতি-পরিচয়ে প্রথমে কাণ্ডের নাম এবং পরে দুটি সংখ্যায় যথাক্রমে সর্গ ও শ্লোকসংখ্যা নির্দেশিত। উদ্ধৃতিসমূহ গৃহীত হয়েছে ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত ও অনূদিত 'মহর্ষি বাল্মীকি'কৃত *রামায়ণম্* (২ খণ্ডে সম্পূর্ণ) থেকে।

রামায়ণের জনপ্রিয়তা অপরিসীম। দরিদ্রের পর্ণকুটির থেকে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্র সমানভাবে সমাদৃত ও পঠিত এ গ্রন্থটি। ভারতবর্ষের সকল আধুনিক ভাষায় *রামায়ণের* অনুবাদ হয়েছে। বাঙালির ঘরে ঘরে অধিক পঠিত *রামায়ণটি* কৃত্তিবাস (১৫শ শতক) অনূদিত। ভারতের বাইরে সমগ্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় — ব্রহ্মদেশ (মিয়ানমার), শ্যামদেশ (থাইল্যান্ড), মালয়েশিয়া, লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, চীন, সিংহলে (শ্রীলঙ্কায়) *রামায়ণের* প্রচার ও প্রসার হয়েছে। ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান ভাষাসহ পৃথিবীর সকল প্রতিষ্ঠিত ভাষায়ও *রামায়ণের* অনুবাদ হয়েছে।

সংক্ষেপে *রামায়ণের* কাহিনি : অযোধ্যার রাজা দশরথ। তাঁর তিন স্ত্রী (কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা) এবং চার পুত্র (রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন)। কৌশল্যার পুত্র রাম, কৈকেয়ীপুত্র ভরত এবং সুমিত্রার যমজপুত্র লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। দশরথ বৃদ্ধ হয়েছেন। তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র রামের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করলেন। কিন্তু কৈকেয়ী বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁর নিজপুত্র ভরতের রাজ্যাভিষেক এবং রামের চৌদ্দ বছর বনবাস চাইলেন। একসময় কৈকেয়ীর কোনো কাজে সন্তুষ্ট হয়ে দশরথ তাঁকে দুটি বর দিতে চেয়েছিলেন। কৈকেয়ী প্রতিশ্রুত সেই সুযোগের ব্যবহার

করলেন। পিতৃসত্য পালনের জন্য রাম বনে গেলেন। তাঁর সঙ্গী হলেন ভাই লক্ষ্মণ ও স্ত্রী সীতা। দুঃখে হতাশায় দশরথের মৃত্যু হলো। এ সব ঘটনার সময় ভরত মামাবাড়িতে ছিলেন। তিনি ফিরে এসে সব জানলেন। মায়ের কার্যে তিনি ব্যথিত, লজ্জিত ও অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি রামকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ব্যর্থ হলেন। বনবাসের শেষ বছরে লঙ্কার রাক্ষসরাজা রাবণ সীতাকে হরণ করেন। সীতার অন্বেষণে রামচন্দ্র সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন। সুগ্রীব ছিলেন কিষ্কিন্ধার বানররাজা বালির ভাই। রাম বালিকে হত্যা করে সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধার রাজা করলেন। সুগ্রীবের বানরবাহিনী সমস্ত দিক সীতার অন্বেষণ করতে লাগল। অবশেষে সুগ্রীবের ঘনিষ্ঠ সহযোগী অত্যন্ত শক্তিশালী হনুমান সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কায় যেতে সক্ষম হলেন। তিনি সীতার সন্ধান নিয়ে ফিরে এলেন। রামচন্দ্র বানরবাহিনীকে নিয়ে সমুদ্রে সেতুবন্ধন করে লঙ্কায় পৌঁছে গেলেন। রাম-রাবণের বানর-রাক্ষসদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে রাবণ সবংশে ধ্বংস হলেন। সীতা উদ্ধার হলো। কিন্তু রাবণ-নিগৃহীত সীতাকে গ্রহণ করতে রাম অস্বীকার করলেন। অপমানে হতাশায় গ্লানিতে সীতা অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করলেন। কিন্তু সীতা অগ্নিদগ্ধ হলেন না। তারপর অগ্নিপরিশুদ্ধ সীতাকে নিয়ে রাম অযোধ্যায় ফিরে এলেন। তিনি অযোধ্যার সিংহাসনে বসলেন। কিছুকাল পর সীতা অন্তঃসত্ত্বা হলেন। এ সময়ে প্রজাদের মধ্যে সীতাকে নিয়ে নানা বিরূপ সমালোচনা হতে লাগল। রাবণগৃহে সীতার দীর্ঘকাল বাস এই সমালোচনার কারণ। এই মর্মান্তিক কথা রামচন্দ্র শুনলেন। তিনি প্রজানুরঞ্জক শাসক। প্রজাদের মনোরঞ্জন তাঁর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। প্রজাদের কাছে রাজার আদর্শ ও চরিত্র অনুকরণীয়। তাই সীতাকে শুদ্ধ পবিত্র জেনেও তিনি লোকনিন্দাভয়ে তাঁর নির্বাসনের ব্যবস্থা করলেন। রামের আদেশে লক্ষ্মণ সীতাকে তমসাতীরে বাল্মীকির আশ্রমের কাছে রেখে এলেন। বাল্মীকি সীতাকে আশ্রয় দিলেন। বাল্মীকির তপোবনে সীতার যমজ সন্তান লব-কুশের জন্ম হলো। এক সময় রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন। যজ্ঞস্থলে তিনি ধর্মপত্নীরূপে সীতার স্বর্ণপ্রতিমা স্থাপন করলেন। এই যজ্ঞে অনেক মুনি-ঋষি, রাজা আমন্ত্রিত হয়ে আগমন করেন। বাল্মীকি সীতা ও লব-কুশসহ যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হন। ইতোমধ্যে বার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। পুত্রদের সঙ্গে রামের পরিচয় হলো। মহর্ষি বাল্মীকি সীতার চরিত্র পরিশুদ্ধ ঘোষণা করে রামকে গ্রহণ করতে বললেন। কিন্তু রামচন্দ্র সীতাকে পরিশুদ্ধতার প্রমাণ দিতে বললেন। তখন সীতা সেই যজ্ঞক্ষেত্রে সর্বসম্মুখে বললেন, তিনি কায়মনোবাক্যে সতত রামের অর্চনা করেছেন। রাম ব্যতিরেকে তিনি অন্য কাউকে কখনও মনে স্থান দেন নি। তাঁর এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে ধরিত্রী দেবী যেন তাঁকে বিবর প্রদান করেন। সীতা এ প্রকার শপথবাক্য উচ্চারণ করতে থাকলে ধরাতল থেকে একটি দিব্য সিংহাসন উঠে এল। এই সিংহাসনে বসে তিনি পৃথ্বীতলে বিলীন হয়ে গেলেন। সীতাবিহীন পৃথিবীতে রামচন্দ্র আরও অনেকদিন বেঁচে ছিলেন। তারপর পুত্রদের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে একদিন ইহলোক ত্যাগ করে দিব্যধামে গমন করেন।

গ্রন্থপঞ্জি

অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ১৩৯৮। *কাব্যজিজ্ঞাসা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, তৃতীয় সংস্করণ : ১৩৮০, পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা।

ঝর্ণা ভট্টাচার্য, ১৯৮৮। *সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে শব্দালংকার*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা।

ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৮। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা।

নরেন বিশ্বাস, ২০০২। *অলঙ্কার-অন্বেষা*, প্রথম অনন্যা প্রকাশ : ২০০০, দ্বিতীয় মুদ্রণ, বাংলা বাজার, ঢাকা।

বাল্মীকি, ১৯৯৬। *রামায়ণম্* (মহর্ষি বাল্মীকি'কৃত রামায়ণম্), অনুবাদ আলোচনা সম্পাদনা : আচার্য ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, নিউলাইট, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা।

(ঐ), ১৯৯৭। দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা।

বিশ্বনাথ কবিরাজ, ১৩৭৬। *সাহিত্যদর্পণঃ*, বঙ্গানুবাদ ও সম্পাদনা, অধ্যাপক ড. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, পুস্তকশ্রী, কলিকাতা।

যোগীরাজ বসু, ১৯৮০। *বেদের পরিচয়*, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৭৫, তৃতীয় পরিমার্জিত মুদ্রণ, কলিকাতা।

২০১২। *রবীন্দ্রসমগ্র*, ১৫শ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, পাঠক সমাবেশ, আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা ।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু, ১৯৭০। *অলংকার-জিজ্ঞাসা*, বিশ্বজ্ঞান, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা।

শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী, ১৩৭৪। *অলঙ্কার-চন্দ্রিকা*, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৩৬৩, পুনর্মুদ্রণ, কলিকাতা।